ইকরা বিসমি রাব্বিকা

بسم الله الرحمن الرحيم

ইকরা বিসমি রাব্বিকা

ড. আয়েজ বিন আবদুল্লাহ আল-করনি

মাহমুদ আহমাদ
অনূদিত

চেতনা

চেতনা

ইকরা বিসমি রাব্বিকা
আয়েজ বিন আবদিল্লাহ আল কারনি

অনুবাদ : মাহমুদ আহমাদ

প্রথম প্রকাশ : অক্টোবর- ২০২০ ঈসায়ী

সফর : ১৪৪২ হিজরী

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রকাশক : চেতনা প্রকাশন
ইসলামী টাওয়ার (আন্ডার গ্রাউন্ড)
১১/১ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল : ০১৯৬২৪১৫০৭০

মুদ্রণ : আফতাব প্রেস, ২৬ তনুগঞ্জ লেন, কাঠেরপুল
সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০।

মূল্য : ২৫০ টাকা

তালিবে ইলম ও শিক্ষার্থীরা কেন এই বইটি পড়বেন?

কুরআনের কথা শুনুন। কত সুন্দর আলোচনা করা হয়েছে কুরআনে জ্ঞান সম্পর্কে। কত মহৎ, কত মূল্যবান, কত মহান শব্দে জ্ঞানের আলোচনা করা হয়েছে কুরআনে।

আল্লাহ তায়ালা বলেন, 'আল্লাহ নিজে এ কথা সাক্ষ্য দেন, ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেন, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি ন্যায়নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'

দেখুন আল্লাহ কীভাবে তাঁর একত্ববাদের উপর আলেম-জ্ঞানীদের সাক্ষী রেখেছেন। তিনি সাক্ষী হওয়ার ক্ষেত্রে আলেম ও জ্ঞানীদের সাথে একত্ববাদে বিশ্বাসী অন্যান্য মানুষকে সম্পৃক্ত করেননি।

যেদিন আল্লাহ তাঁর একক হওয়ার বিষয়ে সাক্ষ্য চাইবেন, সেদিন তার সামনে সাক্ষ্য দেয়ার চাইতে মহৎ বিষয় আর কী হবে?

সেদিন ফেরেশতারা সাক্ষ্য দেবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

সেদিন আলেমরা ও জ্ঞানীরা সাক্ষ্য দেবে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ!

সমগ্র পৃথিবীর সবকিছু আল্লাহর একত্বের সাক্ষ্য দেয়। প্রদীপ্ত আলো, নীল আকাশ, প্রবাহিত বায়ু, গাছের পাতা, নদীর বয়ে চলা, পায়রার ডাক, সব কিছু সাক্ষ্য দেয়, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহতিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই।

আল্লাহ আহলেইলমদের সম্মানিত করতে চাইলেন। তিনি কুরআনে ঘোষণা করলেন, 'আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমস্তরের হতে পারে?'

এই আয়াতে আল্লাহ বলেছেন, 'যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে।' কেন তিনি শুধু 'যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে' বলেননি? কারণ অনেক আলেম ধর্মচ্যুত হয়। অনেকে নাস্তিক হয়ে যায়। অনেকে আবার পাপ কাজে লিপ্ত হয়ে পড়ে।

আল্লাহ তাঁর রাসুলকে বলছেন, 'হে রাসুল, আপনি বলুন, হে আমার প্রতিপালক, আমার জ্ঞান বাড়িয়ে দিন!'

নবিগণ নিজেদের সম্বন্ধে বলছেন। তারা কী বলেছেন?

ইবরাহিম আ. তাঁর বাবাকে বলছেন, 'বাবা! আমার কাছে জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি...।'

ইবরাহিম আ. বলছেন, বাবা, অন্তরে আল্লাহর ভয় জাগিয়ে তোলো। আমার কাছে এমন জ্ঞানের বাণী এসেছে যা তোমার কাছে আসেনি। আমার প্রতি আল্লাহর সমর্থন রয়েছে। সেটা আমার শক্তিমত্তার প্রতি সমর্থন নয়। নয় আমার পদ লাভ করার প্রতি সমর্থন। বাবা! আমার কাছে সাত আসমানের উপর থেকে অবতীর্ণ শরিয়তের জ্ঞান রয়েছে এবং আমার প্রতি সৃষ্টিকর্তা আল্লাহর সমর্থন ও সনদ রয়েছে।

'সুতরাং আপনি আমার অনুসরণ করুন। আমি আপনাকে সরল পথ দেখিয়ে দেবো।'

একদিন সুলাইমান আ. মানুষ, জিন, পাখি, সরিসৃপ, সমুদ্রের সকল প্রাণীর বিরাট সমাবেশকে উদ্দেশ্য করে বলেন, 'হে লোক সকল! আমাকে পাখির ভাষা শেখানো হয়েছে।'

কতক মুফাসসির বলেন, মানুষ জীবনে গর্ব করার মত কোনো কাজ যদি করে তাহলে সেটা হলো জ্ঞানার্জন।

সুলাইমান আ. বলেন, 'হে লোক সকল! সকল প্রশংসা আল্লাহর। তিনি আমাকে পাখির ভাষা বোঝার ক্ষমতা দান করেছেন। এমন কি হুদহুদ পাখির ভাষাও শিখিয়েছেন।'

হুদহুদ পাখির বিষয়টা আসলেই অবাক করার মত।

হুদহুদ ইয়েমেন থেকে আসতে আসতে দেরি করে ফেললো। সুলাইমান আ. তাকে শাস্তি দিতে চাইলেন। তখন হুদহুদ বললো, আমি সাবা নগরী থেকে আপনার কাছে নিশ্চিত খবর নিয়ে এসেছি। হুদহুদ সুলাইমান আ. এর নিকট এক বিবৃতি দিয়ে বললো, আমি সে দেশে এক নারীকে দেখলাম, সে পুরুষদের শাসন করছে। শাসক হওয়ার জন্য যা যা দরকার তার সেসব কিছুই আছে। এবং তার রয়েছে এক জাঁকজমকপূর্ণ সিংহাসন।

যেন হুদহুদ সুলাইলান আ.-কে বলতে চাচ্ছে, প্রতিবেশী রাজ্যের বিষয়ে আপনার মনোযোগী হওয়া উচিত। আপনার দেশের ক্ষমতায় অধর্ম পালনকারী কোনো নারী নেই বটে, তবুও আপনার তার চেয়ে শানদার

একটা সিংহাসন থাকা উচিত। যাতে তাওহিদের ঝাণ্ডা বুলন্দ হয় আর শিরকের ঝাণ্ডা মাটিতে গড়ায়।

হুদহুদ বলছে, সে দেশ শাসন করছে এক নারী। সে প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী। তবে সবচেয়ে ভয়ানক, সবচেয়ে প্রকট বিপদের কথা হলো, তারা সূর্য পূজা করে। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা সূর্যের সামনে মাথা নত করে।

হে পাখি হুদহুদ! যেদিন তুমি জ্ঞানের কারণে আল্লাহর নবির সামনে মাথা উঁচু করে কথা বলেছিলে সেদিনের জন্য তোমাকে অভিনন্দন।

জ্ঞানের কারণে আল্লাহ প্রাণিকুলের মাঝে বিভাজন করেছেন।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রাণীকে সাধারণ প্রাণীর চেয়ে বিশেষ মর্যাদা দেয়া হয়েছে।

সাইয়্যেদুল উলামা মুয়াজ রা.। জান্নাতে আলেমদের নেতা হবেন মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.। তিনি মৃত্যু শয্যায় শায়িত। পরপারে যাওয়ার সময় হয়েছে। সে অবস্থায় তিনি ঘরের ছাদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহ রাব্বুল ইজ্জাতের কাছে মিনতি করে বলেন, 'আয় রব! তুমি তো জানো, আমি বৃক্ষ রোপন, নদী খনন, দালান-কোঠা বানানোর জন্য জীবন ভালোবাসিনি। তিন কারণে আমি জীবনকে ভালোবাসতাম। জিকিরের হালকায় আলেমদের মাঝে অবস্থান করার সুযোগ পাওয়ার লোভে। আল্লাহর সেজদায় পড়ে থেকে ললাট ধূলিমলিন করান তৃপ্তিতে। তাপতপ্ত দিনে রোজা রাখার আনন্দে।'

হে মুয়াজ ইবনে জাবাল রা.! আল্লাহ জান্নাতে আপনার মর্যাদা বৃদ্ধি করে দিন। কত মূল্যবান বাণী রেখে গেছেন আপনি আমাদের জন্য!

প্রশ্ন হলো, কোন ইলম আমরা শিক্ষা করবো? আমরা ইলমকে কোন চোখে দেখবো? ইলমের বিষয়ে আমাদের করণীয় কী? জাতির আগামী দিনের ভবিষ্যৎ যুবক তরুণদের মেধা বিনির্মাণের ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞ ওস্তাদ ও বিজ্ঞ শিক্ষকের দায়িত্ব কী?

প্রিয় ভাই ও বন্ধুগণ, শুধু কুরআন বা হাদিসের মূলভাষ্য মুখস্থ করার নাম ইলম নয়। কারণ অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, কেউ একজন কুরআন মুখস্থ করছে। কিন্তু তার অবস্থা এমন যে কুরআন তাকে অভিশাপ দিচ্ছে।

আবার কিছু মানুষ আছে যাদের মুখে শব্দের ফুলঝুরি ছোটে। কিন্তু তাদের হৃদয় আল্লাহর পরিচিতি লাভ করেনি। কারণ ইলম হলো অন্তরে আল্লাহর ভয় লালন করা এবং অর্জিত ইলম অনুযায়ী আমল করা।

এবার একটি ঘটনা শুনি : আতা ইবনে রাবাহ্ রহ. এর শারীরিক গঠন মোটেই সুন্দর ছিল না। উপরন্তু তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ। নাক ছিল বাঁকা। একজন মানুষের গঠনে যত অসুন্দর থাকতে পারে সব ছিল আতার অবয়বে। তা সত্ত্বেও ইলম তাকে সর্বোচ্চ মার্যাদায় ভূষিত করেছিলো, তার কাছ থেকে মাসয়ালার সমাধান নেয়ার জন্য তার ঘরের সামনে লোকেরা ভীর করতো। একবার খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকও এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে মাসয়ালার সমাধান জানার জন্য। আতা রহ. খলিফাকে বললেন, আপনি নিজ যায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন। ভীর ঠেলে সামনে এগিয়ে আসবেন না। অথচ তিনি ছিলেন প্রতাপশালী উমাইয়া শাসক। তিনি ছিলেন সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা। সেদিন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকও লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার পালা যখন এসেছিল তখন তিনি আতা রহ. এর কাছে মাসয়ালা জানতে চেয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর খলিফা সুলাইমান তাঁর সন্তানদের বলেছিলেন, তোমরা জ্ঞানার্জনে মনোযোগী হও। কারণ আজ আমি (না জানার কারণে) একজন দাসের (আতা ইবনে রাবাহ রহ.) কাছে যত অপমানিত হয়েছি জীবনে কখনো এত অপমানের শিকার হয়নি।

ইলমের এই মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বিস্তারিত জানার জন্যে প্রত্যেক তালিবে-ইলম অন্তত একবার হলেও এই বইটি পড়ুন। ইলম-শিক্ষার প্রতি অনিহা ও অনাগ্রহের এই সময়ে এই বই আপনাকে সত্যিকার তালিবে-ইলম রূপে গড়ে উঠতে নিশ্চিত সাহায্য করবে।

অমা তাওফিকু ইল্লা-বিল্লাহ।

খুরশিদ আমজাদী
স্বত্বাধিকারী, চেতনা প্রকাশন

সূচিপত্র

বিষয় পৃষ্ঠা

তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার অজানা ছিল ১৩

ইলমের ফজিলত ও মর্যাদা ১৩

ইলম বিষয়ে রাসুল সা. এর প্রেরণা দান ১৮

রাসুল সা.-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি ২৪

প্রথমত : কর্ম দিয়ে দৃষ্টান্ত স্থাপন ২৪

দ্বিতীয়ত : দৃষ্টান্ত স্থাপন দ্বারা শিক্ষা প্রদান ২৫

তৃতীয়তঃ উদাহরণ উপস্থাপন দ্বারা শিক্ষা দান ২৫

চতুর্থত : স্থান কাল পাত্র বিবেচনা করে কথা বলা ২৬

রাসুল সা. প্রণীত ইলমি বিশেষত্বের ধারা ২৭

হাদিসের আলোকে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর গুণাবলি

প্রথম শিক্ষা ৩১

দ্বিতীয় শিক্ষা ৩২

তৃতীয় শিক্ষা ৩৪

প্রশ্নের সৌন্দর্য ৩৪

চতুর্থ শিক্ষা ৩৫

দ্বিতীয় হাদিস

প্রথম শিক্ষা ৩৭

খেজুর গাছের ফজিলত ৩৭

খ. ব্যাপক উপকারিতা ৩৮

গ. খেজুর বৃক্ষের উঁচু গঠন ও মানুষের উচ্চমনোবল ৩৮

ঘ. সদা সজীব ৪৯

ঙ. ইমাম গাজ্জালি রহ. ৪০

দ্বিতীয় শিক্ষা ৪০

তৃতীয় শিক্ষা ৪২

চতুর্থ শিক্ষা ৪২

উদাহরণ উপস্থাপন ৪২
তৃতীয় হাদিস ৪২

তোমরা প্রভুভক্ত হও ৪৫
রাসুল সা. এর পাঠদান পদ্ধতি ৫৩
১. আগে কর্মে বাস্তবায়ন তারপর আদেশ প্রদান ৫৩
২. আমলের বাস্তব অনুশীলন ৫৪
৩. উপমা উপস্থাপন ৫৪
শিক্ষকদের প্রতি আহ্বান ৫৫

কল্যাণজ্ঞানের বিবরণ ৫৭
কুরআনে জ্ঞানের বিবরণ ৫৭
হাদিসে জ্ঞানের বিবরণ ৬৪
আলেমের চোখে ইলম ৬৫

জ্ঞানার্জনের পাঁচ উপকারিতা ৭৪
এক. সংশয় নিরসন ৭৪
দুই. প্রবৃত্তির দমন ৭৪
তিন. অন্ধকারে আলোর দিশা ৭৫
চার. ইলম মৃত হৃদয়কে সজীব করে ৭৫
পাঁচ. ইলম বিশ্বমানবতার জন্য রহমত ৭৬
ইলম চর্চার ক্ষেত্রে আমাদের করণীয় ৭৮

শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর জন্য জ্ঞান ৮১

কুরআনে জ্ঞানের আলোচনা ৮২
কল্যাণজ্ঞান অকল্যাণজ্ঞান ৯১
তিনটি ভিন্ন দিক থেকে ইলম বৃষ্টির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ ১০৩
সাহাবি ও সালাফের দৃষ্টিতে কল্যাণজ্ঞান ১০৮
প্রথমত : কুরআন ১০৮
দ্বিতীয়ত : সুন্নাহ ১০৯
তৃতীয়ত : ভনিতামুক্ত জ্ঞান ১১০

সাহাবিদের জ্ঞান চর্চার আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ১১১
মৌলিক জ্ঞানের চার বিভাগ ১১৩
প্রথম বিভাগ ১১৩
দ্বিতীয় বিভাগ...১১৩
তৃতীয় বিভাগ..১১৪
অলিক বা অমৌলিক জ্ঞানের বিবরণ ১১৫
প্রবিষ্ট করানো ও অমৌলিক জ্ঞানের পরিচয় ১১৯

পূর্বসূরিদের জ্ঞান উত্তরসূরিদের জ্ঞান ১২৫
অল্প কথায় দাবির খণ্ডন... ১২৫
সালাফের চর্চিত ইলমের মৌলিকত্বের প্রমাণ ১২৭
ইলম অন্বেষণে পরিসর স্বল্পতা.. ১২৭
ইলমি বিষয়ের সহজতা ১২৮

কিছু জ্ঞাতব্য বিষয়.. ১৩৪
প্রথম বিষয় : প্রশ্ন করা ও উত্তর দেওয়ার আদব ১৩৪
দ্বিতীয় বিষয় : কূটিল প্রশ্ন.. ১৩৫
তৃতীয় বিষয় : অধিক প্রশ্ন করা ১৩৬
চতুর্থ বিষয় : অন্য কাজে ব্যস্ত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করার বিধান ১৩৯
পঞ্চম বিষয় : দাঁড়িয়ে থাকা বা বসা কোন আলেমকে প্রশ্ন করা ১৪২
ষষ্ঠ বিষয় : নেতা কিংবা শিক্ষক তার ছাত্র কিংবা অনুসারীদের প্রশ্ন করা১৪৩
মুমিনদেরকে খেজুর গাছের সাথে তুলনা করার কারণ..................... ১৪৫
সপ্তম বিষয় : প্রশ্নের চেয়ে উত্তর দীর্ঘ হওয়া................................. ১৪৬
অষ্টম বিষয় : একটি সুসংবাদ.. ১৪৯
নবম বিষয় : দলিল উপস্থাপনের গুরুত্ব.. ১৫০
দশম বিষয় : ইবাদতে মগ্ন ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা ১৫১
একাদশ বিষয় : আমার জানা নেই বলা ১৫৫
দ্বাদশ বিষয়... ১৫৬
ত্রয়োদশ বিষয় : আলেমের সাথে আলোচনা করা ১৫৭
চতুর্দশ বিষয় : উত্তরের ক্ষেত্রে শপথের শব্দ ব্যবহার...................... ১৫৮
পঞ্চদশ বিষয়ে : আলোচনার জন্য সময় নির্ধারণ করা ১৫৯

ষোড়শ বিষয় : নিমায়ে সাগির কখন সহিহ হবে.......................... ১৫৯
সপ্তদশ বিষয় :
ভালোভাবে বোঝানোর জন্য কোন বিষয় তিনবার উল্লেখ করা......... ১৬০
অষ্টাদশ বিষয় : নারীদের উপদেশ ও ইলম শিক্ষা দেয়া ১৬০
উনবিংশ বিষয় : নবি সা.-কে সম্বন্ধিত করে মিথ্যা বলার গুনাহ.........১৬১
বিশতম বিষয় : ইলম অর্জনের জন্য একজন গুরু নির্বাচন করা.........১৬১

ইলম শেখার আদাব..১৬২
১. খালেস নিয়ত...১৬২
২. মুখে উচ্চারণ ও কর্মে বাস্তবায়নের পূর্বে জ্ঞানের অবস্থান............ ১৬৩
৩. ইলম তলবে ধৈর্যের গুরুত্ব.. ১৬৫
৪. সবচেয়ে গুরুত্ব বেশি যেটা সেটা আগে শুরু করা..................... ১৬৭
৫. পূর্ণ অধ্যয়ন ও পরস্পর পর্যালোচনা ১৬৭
৬. লিপিবদ্ধকরণ... ১৬৭
৭. তুমি যা অন্যকে শেখাচ্ছো নিজেও সেই বিষয়ে আমল করো....... ১৬৮
৮. ইলমের প্রসার ঘটানো ১৬৮

একজন শিক্ষার্থীর করণীয় ১৭০

হাদিসে জ্ঞানের মর্যাদা... ১৭৫
ইলম চর্চায় ইখলাসের গুরুত্ব... ১৭৬
তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি অর্জন... ১৭৮
ইলম অনুযায়ী আমল করা.. ১৭৯
তওবা ও ইস্তিগফার...১৮১
জ্ঞান বিষয়ক তথ্যাবলী কীভাবে মুখস্থ রাখবে ১৮২
ফাহম বা বুঝ বিষয়ে কিছু কথা ১৮৪
কীভাবে হবে জ্ঞানার্জনের সূচনা.. ১৮৫
কেমন হবে একজন শিক্ষার্থীর পোশাক ১৮৭
কেমন হবে একজন শিক্ষার্থীর আকিদা ও বিশ্বাস ১৮৭
একজন শিক্ষার্থীর জন্য পালনীয় কিছু নফল ইবাদত ১৮৮
শেষ কথা ১৯২

তিনি তোমাকে শিখিয়েছেন যা তোমার অজানা ছিল

সকল প্রশংসা বিশ্বজাহানের অধিপতি মহান আল্লাহর জন্য।
সালাত ও সালাম নবি ও রাসুলগণের নেতা মুহাম্মদ সা.-এর প্রতি।
পাঠক, এই প্রবন্ধে আমি কয়েকটি বিষয়ে আলোচনা করবো।
এক. ইলমের ফজিলত।
দুই. শিক্ষক-ওস্তাদ, ওলামা ও মুরব্বিগণকে রাসুল সা.-এর প্রেরণা দান বিষয়ক আলোচনা।
তিন. রাসুল সা.-এর শিক্ষাদান পদ্ধতি।
এই শিরোনামে চারটি বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকবে—
–কর্ম দ্বারা দৃষ্টান্ত স্থাপন। দৃষ্টান্ত দিয়ে শিক্ষা প্রদান। উদাহরণ উপস্থাপন।
–হিতোপদেশ দান।
–স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনায় রেখে বক্তব্য উপস্থাপন।
–রাসুল সা. প্রণীত ইলমে বিশেষজ্ঞ হওয়ার বিধান।

ইলমের ফজিলত ও মর্যাদা

আল্লাহ তায়ালা বলেন,

قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ ⊙

> 'আপনি বলুন, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমস্তরের হতে পারে?'[1]

বক্তব্য অধিক স্পষ্ট করার জন্য এরপর তিনি নিজে জিজ্ঞাসার জবাব দিয়ে বলেছেন, 'না, তারা সমস্তরের হতে পারে না।'

১: সুরা যুমার: ৯

আল্লাহ বলেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদের মর্যাদা বৃদ্ধি করা হবে।'

আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'জ্ঞানীরা ছাড়া এ বিষয়ে আর কারো বুঝ নেই।'

আল্লাহ তায়ালা যখন নিজের ইলাহ হওয়ার বিষয়ে সাক্ষী করাতে চাইলেন তখন তিনি আলেমগণকে সাক্ষী হিসেবে উদ্ধৃত করলেন,

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۙ وَ الْمَلٰٓئِكَةُ وَ اُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًۢا بِالْقِسْطِ ؕ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ۟

'আল্লাহ নিজে এ কথা সাক্ষ্য দেন, ফেরেশতা ও জ্ঞানীগণও সাক্ষ্য দেন, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। তিনি ন্যায়-নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া ইবাদতের উপযুক্ত কেউ নেই। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়।'[২]

অপর আয়াতে আল্লাহ বলেছেন,

وَ تِلْكَ الْاَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ ۚ وَ مَا يَعْقِلُهَاۤ اِلَّا الْعٰلِمُوْنَ ۟

'এইসব দৃষ্টান্ত আমি মানুষের জন্য দেই; কিন্তু জ্ঞানী ব্যক্তিরাই তা বোঝে।'[৩]

নবি কারিম সা. যখন দ্বীনের দাওয়াত দেয়া শুরু করেছিলেন, তখন জ্ঞানবিতরণের মাধ্যমে এই শুভ কাজের উদ্বোধন করেছিলেন। কারণ আল্লাহ তায়ালা নবি সা.-কে বলেছেন, 'আপনি জেনে রাখুন, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই। এবং আপনার ত্রুটির জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করুন।'

ইমাম বুখারি রহ. বলেন, রাসুল সা. তাঁর দাওয়াতের কার্যক্রম ভাষণ ও কর্মের আগে জ্ঞান বিতরণের মাধ্যমে শুরু করেছিলেন।

বুখারি ও মুসলিম শরিফে আবু মুসা রা. বর্ণিত হাদিসে রয়েছে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যে হেদায়েত ও ইলম দিয়ে পাঠিয়েছেন তার দৃষ্টান্ত হল জমিনের উপর পতিত প্রবল বৃষ্টির ন্যায়। কোন কোন ভূমি থাকে উর্বর যা সে পানি শুষে নিয়ে

---

২. সুরা আলে ইমরান-১৮

৩. সুরা আনকাবুত-৪৩

প্রচুর পরিমানে ঘাসপাতা এবং সবুজ তরুলতা উৎপাদন করে। আর কোন কোন ভূমি থাকে কঠিন যা পানি আটকে রাখে। পরে আল্লাহ্ তা'আলা তা দিয়ে মানুষের উপকার করেন; মানুষ তা থেকে পান করে ও (পশুপালকে) পান করায় এবং তার দ্বারা চাষাবাদ করে। আবার কোন কোন জমি আছে যা একেবারে মসৃন ও সমতল; তা না পানি আটকে রাখে, আর না কোন ঘাসপাতা উৎপাদন করে। এই হল সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে দ্বীনের জ্ঞান লাভ করে এবং আল্লাহ্ তা'আলা আমাকে যা দিয়ে প্রেরণ করেছেন তা থেকে সে উপকৃত হয়। ফলে সে নিজে শিক্ষা করে এবং অপরকে শিক্ষা দেয়। আর সে ব্যক্তির দৃষ্টান্ত যে সে দিকে মাথা তুলে তাকায়ই না এবং আল্লাহর যে হেদায়েত নিয়ে আমি প্রেরিত হয়েছি, তা গ্রহণও করে না।

(সহিহ বুখারি : ৭৯)

এই হাদিসের মধ্যে ভাষাগত কিছু সূক্ষ্মতা রয়েছে। যে বিষয়ে অবগত হওয়া জরুরি।

রাসুল সা. এই হাদিসে বৃষ্টির প্রতিশব্দ হিসেবে غيث বলেছেন। 'مطر' কেন বলেননি?

কেন তিনি 'بعثني' বলেছেন 'أرسلني' কেন বলেননি?

কেন বলেছেন طائفة طيبة', 'تربة طيبة' কেন বলেননি?

এগুলো হলো আরবি অলংকার শাস্ত্রের সূক্ষ্ম বিষয়। এর কার্যকারণ আমি এখন ব্যাখা করছি।

প্রথমে রাসুল সা. বৃষ্টির আরবি প্রতিশব্দ ব্যবহার করেছেন 'غيث'। কারণ কুরআনে অধিকাংশ স্থানে রহমত বর্ষণের স্থানে 'غيث' ব্যবহৃত হয়েছে। আর যেখানে শাস্তির কথা বলতে চেয়েছেন সেখানে বলেছেন এভাবে

> وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۖ فَسَآءَ مَطَرُ الْمُنذَرِينَ ۝
>
> 'আমি তাদের উপর ভয়াবহ বৃষ্টি (মাতার) বর্ষণ করেছিলাম। ভয় দেখানোর জন্য এই বৃষ্টি ছিল কত নিকৃষ্ট।'[৪]

রহমত ও আজাবের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত দুটি শব্দের মাঝে ব্যবধানের প্রতি লক্ষ্য রেখে রাসুল সা. 'غيث' ব্যবহার করেছেন।

৪. সুরা শুআরা-১৭৩

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেন, 'غَيْث' (বৃষ্টি) আসমান থেকে স্বচ্ছরূপে বর্ষিত হয়। এখানে আল্লাহ প্রদত্ত ইলমকে 'গাইসের' সাথে তুলনা করে বোঝানো হয়েছে, এই ইলমের সাথে কোনো দর্শনের তত্ত্ব ও তার্কিকদের অভিমত মিশ্রিত হয়নি।

এছাড়াও غَيْث শব্দের মধ্যে غوث للقلوب অর্থাৎ অন্তরের জন্য সহায়ক এই অর্থ রয়েছে। তেমনিভাবে ইলমের মধ্যেও এই অর্থ নিহিত আছে।

রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, من العلم و الهدى। অর্থাৎ ইলম ও হেদায়েত। কারণ নবুওয়াতে মুহাম্মদি ইলমে নাফে (উপকারি ইলম) ও হেদায়েত নিয়ে এসেছে। আর হেদায়েতের অর্থ হলো আমালে সালেহ বা সৎকর্ম।

এদিক বিবেচনা করে ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. *ইকতিদাউস সিরাতিল মুসতাকিম* গ্রন্থে সুফিয়ান ইবনে উয়াইনা রাহ. এর বাণী উদ্ধৃত করে বলেন, 'আমাদের মধ্যে যদি কোনো আবেদ ফাসেক হয়ে যায় তার তুলনা নাসারাদের মত, আর আমাদের কোনো আলেম যদি ফাসেক হয়ে যায় তার তুলনা হয় ইহুদিদের মত। কারণ রিসালাতে মুহাম্মদি শুধু চোখ বুজে ইবাদত করা কিংবা শুধু ইলম চর্চা করার মত কোনো বিষয় নয়। বরং রিসালাতে মুহাম্মাদি হলো ইলম ও ইবাদতের একটি সমন্বিত রূপ। চিন্তা ও ইচ্ছা এবং বিশ্বাস ও অনুসরণের নাম। এই একই কারণে আল্লাহ তায়ালা বনি ইসরাইলের নিন্দা করেছেন। কারণ তারা জ্ঞানার্জন করতো কিন্তু সে অনুযায়ী আমল করতো না।

আল্লাহ তায়ালা কিছু লোক সম্পর্কে বলেছেন :

وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ الَّذِيْٓ اٰتَيْنٰهُ اٰيٰتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاَتْبَعَهُ الشَّيْطٰنُ فَكَانَ مِنَ الْغٰوِيْنَ۝ وَ لَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنٰهُ بِهَا وَ لٰكِنَّهٗٓ اَخْلَدَ اِلَى الْاَرْضِ وَ اتَّبَعَ هَوٰىهُ ۚ فَمَثَلُهٗ كَمَثَلِ الْكَلْبِ ۚ اِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ اَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ؕ ذٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا ۚ فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ۝

'(হে রাসুল!) তাদের সেই লোকের ঘটনা পড়ে শোনাও যাকে আমি আমার নিদর্শন দান করেছিলাম। কিন্তু সে তা সম্পূর্ণ বর্জন করেছিল। ফলে শয়তান তার পিছু নেয়। পরিণামে সে

> গোমরাহ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। আমি যদি ইচ্ছা করতাম তবে এ নিদর্শনসমূহের বদৌলতে তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম। কিন্তু সেতো দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে রইলো এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। এ কারণে তাদের উদাহরণ হলো সেই কুকুরের মত যদি তোমরা তার উপর হামলা করো তখনও সে জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে, আর যদি সে (স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে) তখনও জিহবা বের করে হাঁপাতে থাকে। এ হচ্ছে সেই সব লোকের উদাহরণ যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। অতএব তোমরা এসব ঘটনা তাদের শোনাতে থাক। যাতে তারা চিন্তা করে।'[৫]

আল্লাহ তায়ালা কুরআনে বনি ইসরাইলকে গাধার সাথে তুলনা করেছেন। যে গাধা শুধু ভার বহন করে। কোনো কিছু বোঝার ক্ষমতা তার নেই।

كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا ۞

'তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ!'[৬]

তাই বই আর তত্ত্ব মুখস্থ করলে জ্ঞানার্জন হয় না। কিন্তু যখন ঈমানি সদিচ্ছা ও সৎকর্ম সংযুক্ত হবে তখন জ্ঞানের আলোকে মনোজগত উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

তাই আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, 'ঐ সকল লোক বললো, যাদের ইলম ও ঈমান দেয়া হয়েছে...'

কারণ ঈমান ছাড়া শুধু ইলম হলো ধর্মনিরপেক্ষতার বাস্তব নমুনা।

আবুল হাসান আলি নদবি রহ বলেন, ঈমানহীন চোখ হলো দৃষ্টিশক্তিহীন অক্ষিগোলক। ঈমানহীন অন্তর হলো (জবাইকৃত পশুর) একতাল মাংশ পিণ্ড। আর ঈমানহারা সমাজ লাগামহীন পশুর মত।

আবুল হাসান আলি নদবি রহ. এর মত করে আমরাও বলতে পারি, ঈমানি বোধহীন কাব্য হলো ছন্দবদ্ধ কিছু বাক্য। ঈমানহীন গ্রন্থ হলো সাজানো কিছু কথামাত্র, ঈমানহীন ভাষণ হলো অস্বস্তিকর হ্রেষারব।

---

৫. সুরা আরাফ ১৭৫-১৭৬

৬. সুরা জুমুআ-৫

ইলমি বিষয়ে রাসুল সা. এর প্রেরণা দান

আসুন দেখি, এক্ষেত্রে রাসুল সা-এর কর্মপন্থা কেমন ছিল।

রাসুল সা. সর্বদা ইলম ও ঈমান, ইলম ও আমলের মধ্যে সমন্বয় করাতে সচেষ্ট থেকেছেন। কারণ পৃথিবীতে কিছু মানুষ এমন ছিল যাদের কাছে ইলম ছিল। কিন্তু আমলের কোনো গুরুত্ব তাদের কাছে ছিল না। এর বিপরীতধর্মী লোকের অস্তিত্বও ছিল পৃথিবীতে। যারা আমল করতো নিয়মিত। কিন্তু কোনো জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টি তাদের ছিল না। তাদের অবস্থা হলো নাসারা ও সুফি-সাধকদের মত। আল্লাহ্ বলেন–

وَرَهْبَانِيَّةَ ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ

'আর সন্ন্যাসবাদ, তা তারা নিজেরাই আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য প্রবর্তন করেছিল। আমি এ বিধান তাদের দেইনি।'[৭]

সুফিবাদ সম্পর্কে একটা ঘটনা আল্লামা খাত্তাবি রাহ. *আজালা* গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। একবার এক সুফিকে দেখা যায়, সে আঠা জাতীয় বস্তু দিয়ে এক চোখ বন্ধ করে রেখেছে। এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাস করা হলে সে বলে, 'এক সাথে দুই চোখ দিয়ে পৃথিবী দেখা আমার কাছে দৃষ্টির অপচয় বলে মনে হয়। তাই আমি এক চোখ বন্ধ করে রেখেছি।'

দেখুন এই নির্বোধ লোকটিকে। কীভাবে সে আল্লাহর দেয়া নেয়ামত অবজ্ঞা করছে। আল্লাহ দুই চোখ দিয়ে মানুষের উপর অনুগ্রহ করেছেন এবং বলেছেন–

أَلَمْ نَجْعَل لَّهُ عَيْنَيْنِ ۝ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ ۝

'আমি কি তাকে দুচোখ দেইনি? জিহবা ও দুঠোঁট (দেইনি)?'[৮]

ইবনুল জাওজি রহ. *তালবিসু ইবলিস* গ্রন্থে উল্লেখ করেন, একবার এক সুফিকে দেখা গেলো, সে জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে ঝিমাচ্ছে। লোকেরা তাকে বললো, কি হলো আপনার? সুফি বললো, গতরাতে আমি জেগে জেগে নফল নামাজ আদায় করেছি তাই এখন জোহরের নামাজ পড়তে গিয়ে ঝিমুনি আসছে।

---

৭. সুরা হাদিদ-২৭

৮. সুরা বালাদ : ৮-৯

ইবনুল জাওজি রহ. বলেন, এই সুফি লোকটির মূর্খতার প্রতি লক্ষ্য করুন। সারারাত নফল নামাজ পড়েছে, আর এখন ফরজ নামাজ আদায় করতে এসে ঝিমাচ্ছে!

আল্লাহর রাসুল সা. আলেমগণকে উৎসাহিত করেছেন। তিনি মুয়াজ রা. কে বলেন, 'তুমি কেয়ামতের দিন আলেমদের সামনে থাকবে।'[৯]

রাসুল সা. বলেন, গতরাতে আমি স্বপ্নে দেখি, যেনো আমার হাতে দুধ ভর্তি একটি পাত্র দেয়া হলো। আমি দুধ পান করলাম। এক সময় দেখলাম, আমার নখ থেকে দুধ বের হচ্ছে। তারপর আমি পাত্রের অবশিষ্ট দুধটুকু ওমর ইবনে খাত্তাবকে দিলাম।

সাহাবিগণ জিজ্ঞাসা করেন, এই স্বপ্নের ব্যাখ্যা আপনি কি করেছেন হে আল্লাহর রাসুল? তিনি বললেন, 'এর ব্যাখ্যা হলো ইলম ও প্রজ্ঞা।'

বোঝা যায়, ওমর ইবনে খাত্তাব রা. ছিলেন উম্মতে মুহাম্মাদির সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ব্যক্তি। কারণ রাসুল সা.-এর পান করার পর অবশিষ্ট দুধ তিনি পান করেছিলেন।

ইবনে আব্বাস রা. একবার তাঁর খালা মায়মুনা রা. এর ঘরে রাত্রি যাপন করেন। রাসুল সা. মায়মুনা রা. এর গৃহে প্রবেশ করে দেখেন, ইবনে আব্বাস শুয়ে আছে। মনে করেন সে ঘুমাচ্ছে। অথচ ইবনে আব্বাস সজাগ ছিলেন। ঘুমের ভান করে শুয়ে ছিলেন। তখন রাসুল সা. মায়মুনা রা. কে বললেন, 'ছোট্ট বালক ঘুমিয়ে পড়েছে।'

মায়মুনা রা. বললেন, মনে হয়। আসলে তিনি সজাগ ছিলেন।

এ প্রসঙ্গে ইবনে আব্বাস রা. বলেন, দেখলাম, রাসুল সা. এলেন, আল্লাহকে স্মরণ করলেন—তাকবির ও তাহলিল পাঠ করলেন। তারপর ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তার নাক ডাকার শব্দ শুনতে পাচ্ছিলাম।

ছোট্ট বালক ইবনে আব্বাস রা. কে দেখুন। কত ছিল তার বয়স? বড়জোর দশ কিংবা তার চেয়ে কম। কিন্তু ইলমের প্রতি তার এত আগ্রহ ছিল—হুজুর সা. এর নাক থেকে বের হওয়া শব্দের কথাও সে স্মরণ রেখেছে।

---

৯. হাদিসটি হাসান স্তরের।

ইবনে আব্বাস রা. বলেন, 'তারপর রাসুল সা. ঘুম থেকে জেগে ওঠেন। তিনি হাত দিয়ে ডলে চোখ থেকে ঘুমভাব দূর করতে করতে তিলাওয়াত করেন—

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ اخْتِلَافِ الَّيْلِ وَ النَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ

'নিশ্চয় আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টি ও দিন রাতের বিবর্তনে জ্ঞানীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন।'[১০]

তারপর রাসুল সা. প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলেন।

ইবনে আব্বাস রা. বুঝতেন, কেউ প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গেলে তার পানির প্রয়োজন হয়। একে বলে দীনি বুঝ।

তখন ইবনে আব্বাস রা. রাসুল সা.-কে পানি দিয়ে বিছানায় এসে শুয়ে পড়লেন।

প্রয়োজন সেড়ে সামনে পানিরপাত্র দেখ রাসুল সা.-এর মনে প্রশ্ন জাগলো, তার জন্য পানি এনে কে রেখেছে! পরক্ষণে তিনি বুঝতে পারেন, এ ইবনে আব্বাসের এর কাজ। তখন তিনি তার জন্য দোয়া করেন, 'আল্লাহ, তাকে দীনের তাফাক্কুহ দান করুন এবং কুরআন ব্যাখ্যার সমঝ দান করুন।'[১১]

সে রাতে যেনো ইবনে আব্বাস রা. এর নবজন্ম হয়েছিল। কারণ প্রতিটি মানুষ দুইবার জন্ম নেয়। একবার শারীরিকভাবে, অন্যবার আত্মিকভাবে। মানুষ যেদিন মায়ের গর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হয় তখন তার শারীরিক জন্ম হয়। আর তার আত্মিক জন্ম সেদিন হয় যেদিন সে ইসলামের বুঝ হৃদয়ে ধারণ করতে সক্ষম হয়।

সময়ের বিবর্তনে একসময় ইবনে আব্বাস রা. উম্মাহর সবচেয়ে জ্ঞানী ব্যক্তি এবং কুরআনের সবচেয়ে প্রাজ্ঞ ভাষ্যকারে পরিণত হন। এর সবই হয়েছিল রাসুল সা. এর দোয়ার বরকতে।

আবু হুরায়রা রা. হুজুর সা.-এর সোহবতে আসলেন। দরিদ্র এক মানুষ তিনি। রাসুল সা. এর হাদিস শোনেন। রাসুল সা. এর সবকথা তিনি মনে

১০. সূরা আলে ইমরান : ১৯০
১১. বুখারি।

রাখতে চান। কিন্তু সবকথা তার মনে থাকে না। তিনি রাসুল সা. এর কাছে গেলেন।

বললেন, 'হে আল্লাহর রাসুল! আমি আপনার থেকে অনেক কথা শুনি; (কিন্তু সব আমার মনে থাকে না।) আপনি আমার জন্য দোয়া করুন।'

রাসুল সা. বললেন, 'তোমার চাদর বিছাও।'

আবু হুরায়রা রা. চাদর বিছালেন।

তিনি চাদরের উপর দুহাত রেখে বললেন, 'হে আল্লাহ, তাকে স্মরণশক্তি দান করুন।'

তারপর বললেন, 'তুমি চাদর জড়িয়ে নাও।'

আবু হুরায়রা রা. বলেন, 'আমি চাদর জড়িয়ে নিলাম। আল্লাহর কসম, সেদিনের পর থেকে আমি রাসুল সা. থেকে শোনা একটি অক্ষরও ভুলিনি।'[১২]

যে আবু হুরায়রা রা. এর স্মরণশক্তি সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চায় সে যেনো আবদুল মুনইম আস সালেহ আল আলি রচিত *আদ-দিফাআ আন আবি হুরায়রা* গ্রন্থটি পাঠ করে।

রাসুল সা. উবাই ইবনে কাব রা. কে বললেন, হে আবু মুনজির! বলো তো, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াত সবচেয়ে মহান?

উবাই ইবনে কাব রা. বললেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসুল ভালো জানেন।

রাসুল সা. আবার বললেন, আল্লাহর কিতাবের কোন আয়াত সবচেয়ে মহান?

তিনি বললেন, 'আয়াতুল কুরছি।'

তখন রাসুল সা. তাঁর বুকে আঘাত করে বললেন, হে আবুল মুনযির, আপনার জ্ঞানকে সাধুবাদ!'[১৩]

রাসুল সা. বলেন, 'দুই ব্যক্তির ব্যাপারে শুধু ঈর্ষা করা যায়। এক হলেন সেই ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন পাঠের সক্ষমতা দান করেছেন। ফলে সে রাতে ও দিনে নামাজে দাঁড়িয়ে কুরআন তিলাওয়াত করে। অন্যজন হলো

---

১২. বুখারি ও মুসলিম।

১৩. হাদিসটি দুই সহিহ সংকলন বুখারি ও মুসলিমে উল্লেখিত হয়েছে।

যাকে আল্লাহ সম্পদের প্রাচুর্য দান করেছেন। আর সে অকাতরে তার সম্পদ সত্যের সহায়তায় ব্যয় করে।'

ইবনে আবি জাদ ছিলেন মদিনার একলোকের আজাদকৃত দাস। তিনি যখন দাস হিসেবে তার মালিকের সাথে ছিলেন তখন তিনি কোনো কাজ জানতেন না। না জানতেন রান্না করতে না জানতেন পশু জবাই করতে। এমনকি পশুর চামড়াটাও ছিলতে পারতেন না। সে তার মালিকের উপর অনেকটা মাথার বোঝার মত ছিল।

একদিন মুনিব তাকে বললেন, আল্লাহর ওয়াস্তে আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম। তোমার মধ্যে ভালো কোনো গুণ নেই। তোমাকে নিয়ে আমি আর পারছি না। তাই আজ থেকে তুমি আজাদ। তিনি বললেন, তাহলে আমি এখন কি করবো?

মনিব বললো, তুমি জ্ঞান অন্বেষণ করো।

তিনি বললেন, আমি এক বছর ইলম অর্জনের জন্য মেহনত করলাম। তারপর আমার অবস্থা এমন হলো যে, একবার মদীনার গর্ভনর এসে আমার পাশে কাইলুলার জন্য অনুমতি চাইলেন। কিন্তু অনুমতি না পাওয়াতে তাকে আমার ঘরের দরজা থেকেই বিদায় নিতে হয়।

আতা ইবনে রাবাহ রাহ. এর শারীরিক গঠন মোটেই সুন্দর ছিল না। তিনি ছিলেন পক্ষাঘাতগ্রস্থ। নাক ছিল বাঁকা। কোনো একজন তাবেয়ি বলেন, একজন মানুষের গঠনে যত অসুন্দর থাকতে পারে সব ছিল আতার অবয়বে। তা সত্ত্বেও ইলম তাকে এমন মার্যাদায় ভূষিত করেছে, তার কাছ থেকে মাসয়ালার সমাধান জেনে নেয়ার জন্য তার ঘরের সামনে লোকেরা ভীর করতো। খলিফা সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকও এসেছিলেন তাঁর কাছ থেকে মাসয়ালার সমাধান জানার জন্য।

আতা রাহ. খলিফাকে বললেন, আপনি নিজ যায়গায় দাঁড়িয়ে থাকুন। ভীর ঠেলে সামনে এগিয়ে আসবেন না। অথচ তিনি ছিলেন প্রতাপশালী উমাইয়া শাসক। তিনি ছিলেন সমগ্র মুসলিম জাহানের খলিফা।

সেদিন সুলাইমান ইবনে আবদুল মালিকও লোকদের সাথে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তার পালা যখন এসেছিল তখন তিনি আতা রাহ. এর কাছে মাসয়ালা জানতে চেয়েছিলেন।

এই ঘটনার পর খলিফা সুলাইমান তাঁর সন্তানদের বলেছিলেন, তোমরা জ্ঞানার্জনে মনযোগী হও। কারণ আজ আমি (না জানার কারণে) একজন দাসের (আতা ইবনে রাবাহ্ রাহ.) কাছে যত অপমানিত হয়েছি জীবনে কখনো এত অপমানের শিকার হয়নি।

রাসুল সা. বলেন, ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর কর্মে সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা বিছিয়ে দেন।[১৪]

রাসুল সা. বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এমন পথ অবলম্বন করে যে পথে সে ইলম অন্বেষণ করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করে দেন।'[১৫]

বুখারি ও মুসলিম-এ মুয়াবিয়া রা. এর সূত্রে একটি হাদিস বর্ণিত হয়েছে, রাসুল সা. বলেন, 'আল্লাহ তায়ালা যার জন্য কল্যাণের ইচ্ছা করেন তাকে দ্বীনের প্রজ্ঞা-পাণ্ডিত্য দান করেন।' এ হাদিসের বিপরীত অর্থ হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা যার কল্যাণ চান না তাকে দ্বীনের পাণ্ডিত্য দান করেন না।

১৪. হাদিসটি আহমাদ ও আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন। আলবানি রাহ. মিশকাত গ্রন্থে বর্ণনাটিকে হাসান বলেছেন। (২১২)

১৫. মুসলিম।